দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 8 JUL 1988

পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

026

শিক্ষাঙ্গন

সেশন জট প্রসঙ্গে

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশন জটের ফলে অধ্যয়নরত প্রায় ৪২ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জীবনের গড়ে তিনটি বছর নষ্ট হচ্ছে। সেশন জটের কারণ হিসাবে রাজনীতি, ছাত্র বিক্ষোভ, ধর্মঘট এবং শিক্ষা ও কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস সাসপেণ্ড হয়ে যাওয়া ইত্যাদিকে দায়ী করা যায়। কেননা, এ সমস্ত কারণে ছাত্রদের নির্দিষ্ট সিলেবাস শেষ করা যায় না। আর তাই বিভিন্ন পরীক্ষা পিছানোর দাবী উঠতে দেখা যায়। কিন্তু বর্তমান অবস্থা পাল্টে গেছে। এখন দাবী উঠছে যথাসময়ে পরীক্ষা সম্পন্ন করার। অর্থাৎ সেশন জটের পরিণতিটা সংশ্লিষ্ট সকলেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। সেশন জটের কারণে অমাদের জাতীয় মেধা শক্তির যে বিনাশ সাধিত হয়ে চলেছে, তা অপূরণীয়। এই অনাকাঙ্ক্ষিত মেধা অপচয়ের কারণে সেশন জটের প্রকৃত সমাধান বের করতে না পারলে ভবিষ্যতে আমাদের আরো কঠিন মূল্য দিতে হবে। এ জাতি আর সে মূল্য দিতে চায় না।

সেশন জট দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা হিসাবে বিরাজ করছে। এর কবলে পড়ে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের শিক্ষাজীবনের অমূল্য সময় বিনষ্ট হয়ে চলেছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের গড়ে তিনটি বছর অর্থহীনভাবে অপচয় হওয়ার ফলে অনেকের ক্ষেত্রেই অন্ধকার হয়ে উঠছে আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। অপচয় হচ্ছে মেধার, হতাশার ছায়া নেমে আসছে মেধাবী ও সাধারণ ঘরের ছাত্রদের জীবনে। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অভিভাবকবৃন্দ।

দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সৃষ্ট এই সংকট থেকে উত্তরণের কি কোনই পথ নেই? এ প্রশ্ন আজ উচ্চারিত হচ্ছে সকল মহল থেকে। সকলেই এই দুঃসহ সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। সকলে আশা করেন, দেশের ভবিষ্যৎ উচ্চ শিক্ষাগামী এ দেশের ছাত্র সমাজের স্কন্ধে চেপে বসা এই দুর্যোগের মেঘ অপসারণের উপায় খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। আর ছাত্ররা নির্বিঘ্নে যথাসময়ে শেষ করতে পারবে শিক্ষা জীবন। বয়স থাকতেই চাকরি জীবনে পারবে প্রবেশ করতে। সেশন জট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না তার সার্বিক উন্নতির পথে।

আজ আমাদের দেশের তরুণ সমাজ এক হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো হারিয়ে ফেলছে নিষ্ফলভাবে। যে সময়ের মধ্যে তাকে শিক্ষা জীবন শেষ করে পরিবারের সকল উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে কর্মজীবন বেছে নিয়ে অভিভাবকের পাশে এসে দাঁড়ানোর কথা, সে ক্ষেত্রে নিজেই সে আজ পরিবারের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানা গেছে, সেশন জটের ফলে সরকারের ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, এই আর্থিক ক্ষতিটাই সব নয়। বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে ক্ষতিটা আরো ব্যাপক ও ভয়াবহ। সমাজের প্রতিটি স্তরে স্তরে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া আমাদের তরুণ সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

সেশন জটের কারণ নিয়ে নানা মত পার্থক্য আছে। কেউ বলছেন সব সময় পরীক্ষা না হওয়া, ভর্তি প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা কিংবা পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব ইত্যাদিও সেশন জট সমস্যাটির জন্ম দিয়েছে। আবার কেউ কেউ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতাকে অভিযুক্ত করছেন।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, কারণ নিয়ে কালক্ষেপণ আর যুক্তিযুক্ত নয়। সকল পক্ষের মতামতের আলোকে আজ এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে সেশন জট আজ আমাদের ছাত্রদের শিক্ষা জীবনেরই নয়, ধীরে ধীরে এই পরিস্থিতিটি আমাদের সামগ্রিক উন্নতি এবং অগ্রগতির পথেও মারাত্মক অন্তরায় হয়ে উঠেছে। তাই আজ জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সেশন জটের মূল কারণগুলো সনাক্ত করা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই সমস্যা নিরসনের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। দু'টি শিক্ষাবর্ষকে একসাথে চালু করে সার্টিফিকেটে আলাদা সেশনের উল্লেখ, ভর্তি প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস, নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষার খাতা দেখতে ব্যর্থ ইত্যাদি নানা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবা হচ্ছে। আশা করা যায়, এ সমস্ত ব্যবস্থার ফলে বর্তমান পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে। আমরা সেদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

—মোজহারুল হক (বাবুল)